তারিখ ... 20 APR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

বেরোবি উপাচার্য দ্বিতীয় দফা নিয়োগ পেতে তদবিরে ব্যস্ত

জেলা বার্তা পরিবেশক, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবীর চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে আগামী ৫ মে। আবারো নিয়োগ পাবার জন্য তিনি জোর লবিং শুরু করেছেন। তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা বিধ অভিযোগ থাকার পরেও যে কোনভাবে আরও একবার উপাচার্য পদে এক্সটেনশন নেবার তদবির চালাচ্ছেন। যদিও তার চাকরির মেয়াদ আছে আর মাত্র ১৪ দিন। এ জন্য সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা সহ অনেক আমলার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তবে ইউজিসি সূত্রে জানা গেছে, যতই তদবির করা হোক না কেন তার দ্বিতীয় বারের মতো নিয়োগ দুটি কারণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাধা দুটি দুর্নীতি আর ক্ষমতার অপব্যাবহারের।

প্রথম অভিযোগ হচ্ছে, ২০১৩ সালে উপাচার্য হিসেবে যোগদানের পর থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত তিনি ৫১৩ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। এ সময়টা তিনি ঢাকাতেই ছিলেন। সে কারনে তার দীর্ঘদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানসহ সর্বোচ্চ পদগুলো একাই দখল করে রাখা, প্রধানমন্ত্রীর স্বামী খ্যাতনামা পরমাণু বিজ্ঞানী ড, ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে অকার্যকর করে রাখা, বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারার নিয়োগ না দিয়ে সেই পদও দখল করে রাখা, মিথ্যা মামলা দিয়ে শিক্ষক সমিতির সভাপতি সম্পাদকের পদোন্নতি আটকিয়ে রাখা, লাইব্রেরিতে বই ক্রয়ে দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগ ছিলো। কিন্তু ইউজিসির তদন্ত টীম তদন্ত শেষ করে এখন পর্যন্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেনি। এ ব্যাপারে ইউজিসির এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে জানিয়েছেন, উপাচার্যের কাছে তদন্ত কমিটি বেশ কিছু কাগজপত্র তলব করেছিলো বার বার চিঠি দিয়েও উপাচার্য ওই সব কাগজ প্রদান করেননি। প্রাথমিক তদন্তে বেশিরভাগ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলেও তলবীয় কাগজপত্র না পাওয়ায় তা দেয়া যাচ্ছেনা।

দুর্নীতি ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা অভিযোগ

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়ম দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সহ নানান অভিযোগ এনে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আগের মেয়াদের সভাপতি অধ্যাপক হাফিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমান সুনির্দিষ্ট বেশ কিছু অভিযোগ এনে প্রধানমন্ত্রীর কাছে তদন্ত করে বিচার দাবি করেন। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সকল অভিযোগ তদন্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করে যত দ্রুত সম্ভব তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ইউজিসির চেয়ারম্যান ইউজিসির গত বছর ২০১৬ সালের ২ আগস্ট ইউজিসির সদস্য ড, আখতার হোসেনকে আহবায়ক ইউজিসির যুগ্ম সচিব ড. ফখরুল ইসলামকে সদস্য সচিব এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মিজান উদ্দিনকে সদস্য করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন। তদন্ত কমিটি অভিযোগকারী তৎকালীন রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে গত বছর ২০১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বর ইউজিসিতে তলব করে তাদের জবানবন্দি গ্রহণ এবং অভিযোগের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করেন।

এ ব্যাপারে অভিযোগকারী শিক্ষক সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাবিউর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সংবাদকে জানান, ইউজিসির তদন্ত প্রতিবেদন আর কবে দেয়া হবে তার চাকরির মেয়াদই তো শেষ হবার পথে। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবার জন্য ইউজিসির চেয়ারম্যানের সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

তার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্চে অতিসম্প্রতি শিক্ষক সহ ১১৮টি নিয়োগ নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে তার বিরুদ্ধে নানান অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে ইউজিসি তদন্ত করার পর তা এখনো উপস্থাপন না করায় দুটো কারনে নতুন করে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তারপরও দুদুটো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকার পরেও তাকে আবারো নিয়োগ দেয়া হলে তা হবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত বলে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মনে করেন। বরং দুটি অভিযোগের ব্যাপারে দ্রুত তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার দাবি তাদের। তবে শিক্ষক সমিতির একটি অংশের এক নেতা ১১৮টি শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে চাকরি প্রত্যাশীদের কাছে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ায় বরং বিপাকে পড়েছেন ওই নেতা। ইতিমধ্যে তিনি অর্ধ কোটি টাকা ব্যায়ে জায়গা কিনতে বায়না করে ফেলেছেন। উপাচার্যের নতুন করে মেয়াদ এক্সটেনশন না হলে পুরো টাকা ফেরত দিতে হবে। ইতিমধ্যে অনেকেই টাকা ফেরত দেবার জন্য তাকে চাপ দিচ্ছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের কোটা সংরক্ষণ না করে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করায় গত ৪ এপ্রিল হাইকোর্ট নিয়োগ কার্যক্রমের উপর ৩ মাসের স্থগিতাদেশ প্রদান করায় আরও বেকায়দায় পড়েছেন চাকরি বাণিজ্যের সাথে জড়িতরা। শুধু তাই নয় এ ঘটনায় রংপুর জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জেলা ইউনিট কমান্ডার মোছাদ্দেক হোসেন বাবলু উপাচার্যের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেবার জন্য দুদক চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ প্রদান করায় দুদক পুরো বিষয়টি অনুসন্ধান করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে দুদক সূত্রে জানা গেছে। এদিকে বর্তমান উপাচার্যের মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষকসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক উপাচার্য পদে নিয়োগ পাবার জন্য জোর লবিং শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। সার্বিক বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর উন নবীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি সাংবাদিকদের জানান, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন বানানো এবং হেয় করার জন্যই করা হয়েছে বলে জানান। তবে খোদ শিক্ষক সমিতির বর্তমান সাধারন সম্পাদক গোলাম রব্বানী উপাচার্যের দুর্নীতি ক্ষমতার অপব্যবহার নতুন করে নিয়োগ না দেবার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে বেশ কয়েকটি স্টাটাস দিয়ে জলন্ত আগুনে যেন ঘি ঢেলে দিয়েছেন। তার ষ্টাটাস দেয়া নিয়ে চলছে তোলপাড়। চলছে। তিনি আবারো উপাচার্যকে নতুন করে নিয়োগ না দেবার আহবান জানিয়েও স্টাটাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........
তারিখ........
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
স্টেট এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর